সাত সমুদ্র : মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। তার জন্ম বর্তমান গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার দরদিয়া গ্রামে, ১৯২৫ সালে।

তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ অর্থনীতি শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সংশি-ষ্ট ছিলেন। ১৯৪৮ সালে গঠিত পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাজউদ্দিন আহমদ মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উভয় কমিটিরই সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন পেয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরেরই মে মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করলে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৯ সালে মুক্তি পান। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে জেলে আটকাবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে আইন পাস করেন।

তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন তার ৬ দফা। তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ফেব্রুয়ারি-মার্চ (১৯৬৯) মাসে তিনি জেনারেল আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণের মুখে তিনি ভারতে চলে যান এবং এ বছরেরই ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসে তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তার ভূমিকা ছিল অসামান্য।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং অর্থ, পরিকল্পনা ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী হন। পরে ওই বছর ১৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলে তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রীপদ লাভ করেন। তবে ১৯৭৪ সালে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরে যেতে হয়।

http://www.ajkerkagoj.com/

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তাজউদ্দিন আহমদ গ্রেফতার হন এবং ৩ নভেম্বর তারিখে তিনি তার অপর তিন রাজনৈতিক সহযোগীর সঙ্গে কুখ্যাত জেলহত্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় নিহত হন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্বের মূল্যায়ন আজও হয়নি।

গ্রন্থনা: সুনন্দা আজাদ

http://www.ajkerkagoj.com/